রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

নং ২৮.০১৫.০২৪.০০.০০.০৭.২০০৯-৯৫—গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ প্রজ্ঞাপনটি এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হ'ল।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২

১.০ পটভূমিঃ

১.১ দেশের উন্নয়নে জ্বালানী প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলাদেশে প্রধান জ্বালানী প্রাকৃতিক গ্যাস যা কমার্শিয়াল জ্বালানীর প্রায় ৭৩%। দিন দিন দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে দেশে গ্যাস উৎপাদনরত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীসমূহের (IOCs) উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। অধিক হারে অনুসন্ধান ও উৎপাদন পরিচালনার নিমিত্ত সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট নয় বিধায় অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

১.২ ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহের পক্ষে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) বরাবর একটি প্রস্তাব পেশ করে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত অর্জিত অর্থ দেশীয় কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন খাতে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বিইআরসি'র ৩০ জুলাই, ২০০৯ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা **'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল'** গঠিত হয়।

১.৩ এ প্রেক্ষিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—(১) এ নীতিমালা 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' নামে অভিহিত হবে;

(২) অবিলম্বে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা**।Íবিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়

(ক) "আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীসমূহ (IOCs)" অর্থ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীসমূহ;

(খ) "উন্নয়ন প্রকল্প" অর্থ পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ;

(গ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(ঘ) "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" অর্থ এই নীতিমালার অধীন গঠিত তহবিল;

(ঙ) "জাতীয় কোম্পানী" অর্থ পেট্রোবাংলার মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বা উৎপাদন বা সঞ্চালন বা বিতরণের জন্য কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোম্পানীসমূহ।

(চ) "পেট্রোবাংলা" অর্থ Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No.XXI of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।

(ছ) "গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস (এনজি), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (এনজিএল), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি), কৃত্রিম প্রাকৃতিক গ্যাস (এসএনজি), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), কোল বেড মিথেন (সিবিএম), ভূ-গর্ভস্থ কয়লা গ্যাসের রূপান্তর, অথবা স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় রূপান্তরে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বন মিশ্রন;

(জ) "গ্যাস ক্ষেত্র" অর্থ কোন নির্ধারিত ভূ-তাত্ত্বিক গঠন অথবা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাকৃতিক গ্যাসাধার অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসাধারসমূহের সমষ্টি;

(ঝ) "ভোক্তা" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোন জাতীয় কোম্পানীর সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসাবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। **তহবিল গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত অর্থ সমন্বয়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে, যথা—

(ক) ভোক্তা পর্যায়ে ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১০%-১৫% বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য সম্পুরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাবদ ৫৫% হারে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ থেকে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষে (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) প্রদত্ত করের সমপরিমাণ অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে প্রদান করা হবে।

(খ) ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পেট্রোবাংলার অংশের উপর আদায়কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব সরাসরি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে জমা হবে এবং তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ তহবিলের অংশে পরিগণিত হবে।

(গ) সরকার বা অন্য কোন উৎস হতে সুনির্দিষ্টভাবে এ তহবিলে ন্যস্তকৃত কোন অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং এই নীতিমালার আওতায় ব্যয়িত হবে।

(২) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্প লাভজনক/বাণিজ্যিকভাবে সফল বিবেচিত হলে সমুদয় অর্থ ৩(তিন) বছর Grace Period–সহ (এই সময় সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে না) প্রকল্প শুরুর ১০(দশ) বছরের মধ্যে ষান্মাষিক ভিত্তিতে মোট ১৪ কিস্তিতে (৪র্থ হতে ১০ম বছরের মধ্যে) ২% সার্ভিস চার্জসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

তবে, শর্ত থাকে যে, কেবলমাত্র গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস না পাওয়া গেলে অথবা প্রাপ্ত গ্যাস অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় লাভজনক না হলে সংশ্লিষ্ট অর্থ তহবিলে ফেরত প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে উল্লেখিত অর্থ অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

আরও শর্ত থাকে যে, ঋণ পরিশোধ শুরু করার পর Force Majeure বা অন্য কোন কারণে কোন প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে বা অলাভজনক বিবেচিত হলে ঋণের পরবর্তী কিস্তিসমূহ পরিশোধের বিষয়ে মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৪। **তহবিল ব্যবস্থাপনা।**—(১) পেট্রোবাংলা "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" নামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলবে এবং বিতরণ কোম্পানী আদায়কৃত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নির্ধারিত উক্ত ব্যাংক হিসাব খাতে স্থানান্ত করবে।

(২) সরকারের সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর অংশের উপর আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দের মাধ্যমে এ তহবিলে জমা হবে।

(৩) পেট্রোবাংলা পর্যায়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের বিপরীতে অর্জিত ব্যাংক সুদও উক্ত তহবিলে জমা হবে।

(৪) পেট্রোবাংলা ষান্মাসিক ভিত্তিতে তহবিলের হিসাব বিবরণী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে এবং এর অনুলিপি অর্থ বিভাগ ও কমিশনকে প্রদান করবে।

৫। **তহবিলের মেয়াদ।**—গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মেয়াদ হবে এ নীতিমালা জারীর তারিখ হতে ১০ (দশ) বছর;

তবে, মেয়াদান্তে ফান্ড ও তার পরিচালনার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬। **তহবিল বিনিয়োগের পরিধি।—(১)** দেশীয় কোম্পানীসমূহ কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, উন্নয়ন ও সঞ্চালন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুসন্ধান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লাভজনক কথাটি প্রযোজ্য হবে না।

(২) তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে ঃ

(অ) **গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি (অনুসন্ধান কার্যক্রম)।**—(ক) দেশের গ্যাস মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরীপ ও অনুসন্ধান কূপ খননসহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন;

(খ) মজুদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় তেল ও গ্যাস আহরণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় এলাকার ভূকম্পন ও ভূতাত্ত্বিক জরীপ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান কূপ খননের স্থান নির্ধারণ; এবং

(ঘ) সম্ভাবনাময় স্থানে অনুসন্ধান কূপ খনন ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা গ্রহণের ব্যয় নির্বাহ।

(আ) **গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি।**—(ক) দেশীয় কোম্পানী'র আওতাধীন উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কূপ খনন;

(খ) বিদ্যমান কূপের সম্ভাব্য ওয়ার্কওভার, রি-কমপ্লিশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(ঘ) কূপ খনন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ রিগ ক্রয়/ভাড়া করা; এবং

(ঙ) গ্যাস কূপের নিয়মিত প্রেসার সার্ভে, প্রসেস প্লান্ট-এর Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE) ও রক্ষনাবেক্ষণ।

(ই) **অন্যান্য** । **1**(ক) গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের মজুত পুনঃ মুল্যায়ন;

(খ) নতুন কোন গ্যাস ক্ষেত্র হতে গ্যাস উৎপাদন করলে এবং/অথবা বর্তমানে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন উন্নয়ন কূপ হতে প্রাপ্ত গ্যাস নিকটবর্তী বিদ্যমান জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীড/বিতরণ ব্যবস্থায় সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপলাইন নির্মাণ;

(গ) প্রক্রিয়াকৃত গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের উদ্দেশ্যে নিকটস্থ নেটওয়ার্ক পর্যন্ত পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় Gathering line, sales line, spur line, delivery line, inter connection line ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ;

(ঘ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে গৃহীত প্রকল্পের আওতাভুক্ত কূপ হতে উৎপাদিত গ্যাস Load Centre-এ পৌছানোর লক্ষ্যে সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ;

(ঙ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রয়োজনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগ;

(চ) গ্যাস উৎপাদন ও কোন গ্যাস ক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিধানকল্পে গৃহীত জরুরী কার্যক্রম সম্পাদন;

তবে শর্ত থাকে যে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য গাড়ী ক্রয় করা যাবে না। প্রয়োজনে প্রকল্পকালীন সময়ের জন্য গাড়ী ভাড়া করা যাবে।

৭। **প্রকল্প বাছাই**।—(ক) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সংগৃহীত অর্থে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বাছাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অধীনে নিম্নরূপ একটি প্রকল্প বাছাই কমিটি থাকবে ঃ—

(১)	পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	ঃ	আহবায়ক
(২)	পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৩)	পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ঃ	সদস্য
(৫)	ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক (হিসাব), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৬)	মহাব্যবস্থাপক (প্লানিং এন্ড মনিটরিং), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য-সচিব

(খ) পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানী গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে সংগৃহীত অর্থ প্রকল্পের বিপরীতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্প বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। কমিটি প্রকল্প বাছাই করে সুপারিশসহ পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবে;

(গ) গ্যাস সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পেট্রোবাংলা প্রকল্প বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে;

(ঘ) পেট্রোবাংলা প্রকল্প বাছাই কমিটির সুপারিশ এবং পেট্রোবাংলার সুপারিশসহ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই তালিকার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৮। **প্রকল্প অনুমোদন**।—(ক) স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে ৮ নভেম্বর ২০০৩ তারিখে জারীকৃত পবি/সমন্বয়-২/নিজস্ব তহবিল/৭/২০০৩/২০১ নং পরিপত্রে বিবৃত এবং পরবর্তীকালে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত/সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসরণে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র (Liquidity Certificate) সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে না।

(খ) প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দের বিভাজন অনুমোদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রচলিত আর্থিক বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৯। **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।**—গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ পেট্রোবাংলা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। পেট্রোবাংলা বাৎসরিক ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনে ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

১০। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বছর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করবেন।

১১। **তহবিল পরিচালনার নীতিমালার ব্যাখ্যা।**—নীতিমালায় বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে প্রচলিত সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় সময় সময় সম্পূরক নির্দেশনা (Guidline) জারী করতে পারবে।

তবে, নীতিমালায় ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন
সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd